"তোমরা আমার বন্ধু"

বন্ধু যিশু সংঘ

সংঘের সংবিধান

“বন্ধু যিশু সংঘ”

যিশু বলেন ঃ “তোমরা আমার বন্ধু”
(যোহন ১৫: ১৪-১৫)

সংঘের সংবিধান

পটভূমিকা

"তোমরা আমার বন্ধু" (যোহন ১৫:১৪) – যিশুর এই কথাটি আমাদের জন্য তাঁর পরম ভালবাসার প্রকাশ; আমাদের জন্য একটি গভীর অনুরাগের আহ্বান ও প্রেরণা; তাঁর এই কথাটি ব্যক্ত করে যিশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক; আমি শুধু একাই যিশুর বন্ধু নই; আমরা একত্রে যিশুর বন্ধু; সংঘে সবার সাথে আমাদের হবে বন্ধু-সম্পর্ক। যিশুর এই উক্তি আমাদের দেয় মর্যাদা, জীবন নিবেদনের জন্য আগ্রহ, তাঁর আদেশ পালনের প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার কর্তব্যনিষ্ঠা; সর্বোপরি যিশুর এই বাণী আমাদের দেয় তাঁর সাথে ও পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ও মিলনের আধ্যাত্মিকতা।

উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা আমাদের জীবনে এসেছে পবিত্র তীর্থস্থানে তীর্থ করতে গিয়ে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ (১টি দল) থেকে শুরু করে, আয়োজিত বিভিন্ন দলে ভুক্ত হয়ে, আমরা বাংলাদেশ মণ্ডলীর সর্বমোট প্রায় দুইশত ভক্তজন: ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে (৪টি দল) ও ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে (৩টি দল) ইতালির কয়েকটি পুণ্য স্থান, ফ্রান্সের লুর্দ নগরী এবং পুণ্যভূমিতে তীর্থ যাত্রীরূপে গমন করেছিলাম। আমাদের তীর্থ-সঙ্গীরূপে ছিলেন বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বিশপ, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী।

এই পুণ্য তীর্থগুলো আমাদের মধ্যে দিয়েছে ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা; অন্তরে দিয়েছে বন্ধুত্বের ক্ষুধা, বাসনা ও তৃপ্তি; দলগত ও পারিবারিক ভাবে একসঙ্গে মিলিত হয়ে ও অভিজ্ঞতা শেয়ার ক'রে লাভ করেছি অনেক শিক্ষা ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ; একসঙ্গে ধ্যান-প্রার্থনা করা, তীর্থ করা ও গরিব-দুঃখীদের সাথে একাত্ম হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি।

পুণ্য তীর্থ করে আমরা সর্বোত্তম যে আহ্বান, চেতনা ও প্রেরণা লাভ করেছি তা হচ্ছে: খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে খ্রিস্টের সাথে এবং

সঙ্গ-সাথীদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা, আমাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, পেশা ও সামাজিক জীবন এবং ধর্মীয় ও মাণ্ডলিক জীবনকে আরও খ্রিস্টীয় আদর্শে ও মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপক্ক করে তোলা, যাতে আমরা মণ্ডলীর প্রেরণকাজে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ভক্তজন হয়ে উঠতে পারি। এই উদ্দেশেই আমরা "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর সদস্যপদ গ্রহণ করছি।

"বন্ধু যিশু সংঘ"-এর সংবিধান প্রথম রচিত হয়েছিল ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। ১ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো মুদ্রিত হয়েছিল একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে। চার বছরের পথচলার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, উদ্ভূত প্রয়োজনের খাতিরে, আরও কিছু নির্দেশনা সংযোজন করে, এবারে মুদ্রিত হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্করণ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সংবিধান পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্ণাঙ্গ সংবিধান লেখার প্রয়োজনও এ মুহূর্তে আমরা দেখছি না। আমরা এই সংবিধানটি মঙ্গলসমাচার-প্রসূত এবং সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর একটি আদর্শিক চিন্তা ও প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করছি এবং ন্যূনতম নির্দেশনা সম্বলিত একটি প্রেরণামূলক দিকদিশা রূপে গুরুত্ব দিচ্ছি। বিধি-উপবিধি অথবা অনুশাসনের অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য স্বেচ্ছায় এড়িয়ে চলছি। যাত্রাপথে পবিত্র আত্মা আমাদের বলে দেবেন কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং কে করবে।

॥ ১ ॥ প্রস্তাবনা: যুগের নিদর্শন

১) খ্রিস্টমণ্ডলী হচ্ছে যিশুর শিষ্যদের মিলনসমাজ:

ক) যেখানে আছে খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ভক্তজন, উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী এবং সেবাকারী যাজকের মধ্যে মিলন;

খ) যেখানে আছে মণ্ডলীর মিশনকর্মের সহদায়িত্ব: পবিত্র করা ও "এক হওয়া"র যাজকীয় দায়িত্ব, খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের প্রাবক্তিক দায়িত্ব এবং ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক ও পরিচালনের রাজকীয় সেবা-দায়িত্ব।

২) দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা-উত্তর কালে খ্রিস্টমণ্ডলীতে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে: যা "ভক্তজনগণের যুগ" বলে পরিচিত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে আচ্ছাদিত।

৩) খ্রিস্টমণ্ডলীতে অনেক ভক্তজন, আপন ব্যক্তি ও পরিবারে, সামাজ ও পেশাজীবনে এবং মাণ্ডলিক জীবন ও সেবাকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ক'রে খ্রিস্টীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৪) খ্রিস্টের ভক্তজন হিসেবে জীবন সাধনা ও সেবাকাজে প্রয়োজন ঃ আরও শিক্ষা ও গঠন, প্রেরণা ও আধ্যাত্মিকতা এবং পরস্পরের মধ্যে আরও ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব এবং সংঘবদ্ধতা।

৫) উপরোক্ত কারণে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে যে চেতনা ও আগ্রহ উদ্ভাবিত হয়েছে তাকে একটি সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য "বন্ধু যিশু" নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করার আত্মিক প্রেরণা স্থানীয় মণ্ডলীতে অনুভূত হয়েছে।

॥ ২ ॥ আত্মিক প্রেরণা:

(ক) মাণ্ডলিক চেতনা

৬) যিশু উত্তম মেষপালক। পালক হিসেবে যিশু তার যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ১২ জনার একটি দল বেছে নিয়েছিলেন। তারা ছিলেন প্রেরিতদূত। সংঘবদ্ধ হয়ে তারা যিশুর ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যিশু তাদেরকে বন্ধু বলে অভিহিত করেছিলেন।

৭) প্রেরিতদূতেরা ছিলেন মণ্ডলীর প্রধান ও কর্তৃপক্ষ। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলসমাচারের সেবা (মথি ২০:২৫-২৭)। তাদের কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁরা খ্রিষ্টভক্ত-সমাজ থেকে আরও অনেককে তাদের সহযোগী ও সহকর্মী রূপে বেছে নিয়েছেন, যারা প্রেরিতদূতদের দায়িত্ব পালনে সহকারী বন্ধু হিসেবে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন।

৮) উত্তম মেষপালক যিশু এবং তাঁর প্রেরিতদূতদের জীবন ও কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, স্থানীয় মণ্ডলীর প্রধান ধর্মপালের সহযোগী ও সহকর্মী আমরাও যিশুর বন্ধু হতে চাই এবং নিজেদেরকে একটি ভক্তজনগণের সংঘ রূপে পরিচিত হতে চাই।

৯) পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন: "যারা দীক্ষিত তারা প্রেরিত", অর্থাৎ যারা খ্রিস্টে দীক্ষিত তারা মিশনারি। এই বাণী অনুসারে মণ্ডলীতে সকল খ্রিষ্টভক্তজন নিজেকে গড়ে তুলবে এবং মণ্ডলীর মিশনকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

(খ) প্রেরণার উৎস যিশুঃ (দ্রঃ যোহন ১৫ঃ ১-২৬)

১০) যিশু বলেনঃ “আমার আদেশ হল এইঃ আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে।.... তোমরা আমার বন্ধু -- অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তা-ই কর। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ প্রভু যে কী করছেন, দাসের তো তা জানার কথা নয়। তোমাদের আমি এই জন্যেই বন্ধু বলছি যে, আমার পিতার কাছ থেকে যা-কিছু শুনেছি, সবই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি ও নিযুক্তও করেছি; আমি চেয়েছি, তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল হও -- স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল; তাহলে পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা-কিছু চাইবে, তিনি তোমাদের তাই দেবেন। তোমাদের আমি আদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে।” (যোহন ১৫ঃ ১২-১৭)

১১) যিশু বলেনঃ “আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা হলে শাখা-প্রশাখা। যে আমার মধ্যে থাকে আর আমি যার মধ্যে থাকি সে-ই তো প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। .... তোমরা যদি আমার মধ্যে থাক, আর আমার বাণীও যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমরা যা-ইচ্ছা যাচ্না করতে পার, তোমরা তো পাবেই। তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও আর এভাবে আমার যথার্থ শিষ্যই হয়ে ওঠ, তাতে আমার পিতার মহিমা তো প্রকাশ পাবে” (যোহন ১৫ঃ৫-৮)।

১২) যিশু বলেনঃ “সংসার যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে যেন রেখো, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে।

তোমরা যদি সংসারের লোক হতে, তাহলে সংসার তোমাদের আপনজন বলেই ভালবাসত। কিন্তু তোমরা তো সংসারের লোক নও, বরং তোমাদের মনোনীত করে সংসার থেকে আমি তোমাদের পৃথক করে রেখেছি; সেইজন্যেই সংসার তোমাদের ঘৃণা করে" (যোহন ১৫:১৮-২০)।

১৩) যিশু বলেন: "ওহে তোমরাও আমার আঙুরক্ষেতে কাজ করতে যাও.... তোমরা সারাদিন এখানে বেকার দাঁড়িয়ে থাকছ কেন? তারা উত্তর দিল ঃ 'কেউ তো আমাদের কোন কাজে লাগায়নি'! সে তখন বলল ঃ 'বেশ তোমরাও আমার আঙুর-ক্ষেতে কাজ করতে যাও।'" (মথি ২০:৪-৭)

॥ ৩ ॥ "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর আহ্বান:

১৪) যিশুর কাছ থেকে আসে এই আহ্বান: "তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি ও নিযুক্তও করেছি; আমি চেয়েছি, তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল হও -- স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল।" (১৬)

১৫) যিশু বলেন, "তোমরা আমার বন্ধু – অবশ্য আমি তোমাদের যা-করতে বলেছি, তোমরা যদি তা-ই কর" (১৪)।

১৬) দীক্ষাস্নান ও পূর্ণদীক্ষার (হস্তার্পণের) মধ্য দিয়ে যিশু আমাদের প্রথম আহ্বান করেছেন। দীক্ষাস্নানের আহ্বানকে আরও সক্রিয়, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ফলশালী করার জন্য যিশু আমাদের "বন্ধু" বলে আহ্বান করছেন – "এসো, আমার অনুসরণ কর"; প্রেরণ করে তিনি বলেছেন – "যাও মঙ্গলবার্তা প্রচার কর"।

১৭) যিশুর বন্ধু হিসেবে, দীক্ষাস্নানের আহ্বান ও মর্যাদা অনুসারে, পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে আমাদের যাজকত্ব, শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান এবং সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাবক্তিক এবং ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজকীয় সেবা-দায়িত্ব পালনে আমরা আহূত। মণ্ডলীর যাজক-কর্তৃপক্ষের সাথে একাত্ম হয়ে আমরা উক্ত মিশনকর্ম সম্পন্ন করতে আহূত।

॥ ৪ ॥ "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর লক্ষ্য

১৮) "বন্ধু যিশু" একটি ধর্মসংঘ। সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় মণ্ডলীতে সংঘটি একটি পবিত্র আত্মার দান (ক্যারিজম)। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মবিশ্বাস, পবিত্র সংস্কার, খ্রিস্টীয় নৈতিক জীবন এবং প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতা অনুসারে জীবন যাপনের মাধ্যমে মঙ্গলবাণী প্রচার করা হবে এই সংঘের মূল লক্ষ্য।

১৯) যিশুর বন্ধু হওয়া ও তাঁর শিষ্যত্বে বেড়ে ওঠা হবে সাধনা।

॥ ৫ ॥ "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর উদ্দেশ্যসমূহ

২০) যিশুর বন্ধু হয়ে তাঁর সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকা এবং মণ্ডলীর বন্ধু হয়ে তার মিশনকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

২১) মণ্ডলীতে খ্রিষ্টভক্ত-জনগণের আহ্বান ও মিশন সম্বন্ধে ঐশতত্ত্ব ও নৈতিকতা এবং সামাজিক ও মাণ্ডলিক শিক্ষা সম্পর্কে আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

২২) ভক্তজনগণের পরিবার, সমাজ, সম্পর্ক ও পেশা জীবনকে খ্রিস্ট-চেতনা ও মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে গড়ে তোলা।

২৩) প্রাত্যহিক পারিবারিক, সামাজিক ও মাণ্ডলিক জীবনের মধ্যে খ্রিস্ট-ভক্তজনের আধ্যাত্মিকতায় আরও বৃদ্ধি লাভ করা।

২৪) সংঘের মধ্যে মিলন-সমাজ-রূপ মণ্ডলীর চিহ্ন বা নিদর্শন হয়ে সাক্ষ্যদান করা।

২৫) পরস্পরের মধ্যে মিলন, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।

২৬) ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল এবং তাঁর সহকারী যাজকদের সাথে একাত্ম হয়ে মণ্ডলীর কাজে সম্পৃক্ত হওয়া।

॥ ৬ ॥ "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর সদস্য

২৭) "বন্ধু যিশু" সংঘের সদস্যপদ সকল আগ্রহী কাথলিক ভক্তজনগণের জন্য উন্মুক্ত।

২৮) তবে সদস্যপদ গ্রহণ ও দানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন ঃ

ক) যারা সংঘের আহ্বান, আধ্যাত্মিকতা ও কার্যক্রমের জন্য নিষ্ঠাবান হতে আগ্রহী।

খ) যারা মাণ্ডলিক ভাবে বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন যাপন করছেন, অথবা যারা একাকী জীবন যাপন করছেন।

গ) উভয় দম্পতি সদস্য হতে পারবেন।

ঘ) যারা ইতোমধ্যে দলগতভাবে আধ্যাত্মিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছে (যেমন, তীর্থযাত্রী, নির্জন ধ্যান-সভায় যোগদানকারী, যীশু-সংঘের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত, অথবা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহী, ইত্যাদি)

ঙ) কাউকে সংঘের সদস্য করতে হলে, অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে, আবেদন সাপেক্ষে, সংঘের কাউন্সিলর/ অ্যানিমেটর

দ্বারা সমর্থিত এবং সংঘের প্রতিষ্ঠাতা/আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

চ) একক পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি সদস্য হতে বাসনা করলে, তা লিখিতভাবে আবেদনে জানাতে হবে।

২৯) মণ্ডলী যে মিলন-সমাজ তার নিদর্শন স্বরূপ সংঘের মোট সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক পাঁচ শতাংশ যাজক, সিস্টার ও ব্রাদার সদস্য হতে পারেন। এই সদস্যপদ একদিকে ভক্তজনগণ এবং অন্যদিকে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী উভয়ের জন্যই মঙ্গলকর।

৩০) সংঘের সদস্যপদ লাভের নিয়মাবলি ঃ

ক) পূর্ণ সদস্যঃ স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্তক্রমে তারা হবে নিয়মিত, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে সক্রিয়, সংঘে দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক, সেবা দিতে আগ্রহী, ইত্যাদি। পরিবারে উভয় দম্পতিকেই পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

খ) সহযোগী সদস্যঃ যাদের পক্ষে পূর্ণ সদস্য হওয়া সম্ভব নয়; আংশিকভাবে যারা জড়িত হতে চায়; উভয় দম্পতি বা তাদের মধ্যে একজন সহযোগী সদস্য হতে পারবে।

গ) পরিবার সদস্যঃ কোন কোন নির্ধারিত কার্যক্রমে একক পরিবারের সকল সদস্য (সন্তানেরা) অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঘ) সদস্যপদ গ্রহণঃ ধ্যান ও প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ ক'রে এবং সংঘের কাজ ও জীবনে আত্মনিয়োগ ক'রে মাণ্ডলিক উপাসনা-রীতি অনুসারে, স্বেচ্ছায় সংঘের সদস্যপদ গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করবেন। সংঘের সংবিধান অনুসারে জীবন যাপনে বিশ্বস্ত থাকতে সদস্যগণ তৎপর থাকবেন।

ঙ) বন্ধু যিশু-সংঘের বার্ষিক সভায় খ্রিস্টযাগের মধ্যে সাধারণত নতুন সদস্যপদের জন্য অঙ্গীকার প্রার্থনা করবেন।

চ) সদস্যপদ ত্যাগ: প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার সহায়তায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করার পর যদি কোন সদস্য স্বেচ্ছায় সংঘ ত্যাগ করতে চান, তাহলে কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন।

ছ) সংঘের সদস্যপদের চিহ্ন হিসেবে সদস্যারা আশীর্বাদিত একটি বিশেষ "প্রতীক-চিহ্ন" পরিধান করবে যেখানে থাকবে যিশুর প্রতিকৃতি এবং লেখা থাকবে: "তোমরা আমার বন্ধু" এবং "বন্ধু যিশু সংঘ"।

॥ ৭ ॥ সদস্যপদ লাভের জন্য কতিপয় শর্তাবলি

৩১) সদস্যপদ লাভের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। (পরিশিষ্ট- এ নির্ধারিত ফরম সংযুক্ত আছে)।

৩২) নতুন সদস্যকে অবশ্যই ধর্মপল্লীর একজন কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসী হতে হবে এবং যিনি হবেন খ্রিস্টীয় জীবনে ও দায়িত্বে বিশ্বস্ত, সক্রিয় এবং পবিত্র আত্মায় উদ্বুদ্ধ একজন ব্যক্তি।

৩৩) সদস্যপদ গ্রহণ-অনুষ্ঠানের আগে অন্ততঃ তিনটি প্রোগ্রাম ক'রে সংঘের সাথে প্রাথমিকভাবে যাত্রা করতে হবে:

(১) একটি ধ্যান-সভা; (২) একটি তীর্থ (৩) সংঘে প্রবেশের জন্য ২ ঘন্টার প্রস্তুতি সভা।

৩৪) বন্ধু যিশু সংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য নিয়মিত করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

॥ ৮ ॥ "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর কার্যক্রম

বন্ধু যিশু-সংঘের মূল কার্যক্রম হচ্ছে জীবনের বাস্তবতায় খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করার জন্য খ্রিস্টবিশ্বাস, মণ্ডলীর সংস্কারসমূহ, খ্রিস্টীয় নৈতিক জীবন এবং প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে শিক্ষা ও গঠন।

৩৫) সংঘের সদস্যদের চলমান গঠনের জন্য, মাঝে মাঝে, হয় সকলে একত্রিত হয়ে অথবা ছোট দলে, ধ্যান-সভা, প্রার্থনা-সভা, শিক্ষা-আসর, সেমিনার, সমাবেশ, আলোচনা-সভা, মিলন-সভা, মূল্যায়ন-সভা, ইত্যাদি আয়োজন করা।

৩৬) সদস্যদের নিজের জন্য অথবা তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা যেখানে প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচিসহ, নির্জন ধ্যানসভা, তীর্থযাত্রা, শিক্ষাসফর আয়োজন করা, প্রীতিভোজ, অথবা অন্য কোন প্রোগ্রাম আয়োজন করা।

৩৭) প্রতি বছরে অন্ততঃ একবার, সংঘের পর্বদিবসে পূর্ণ সদস্যদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে থাকবেঃ প্রার্থনা, নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপনা ও আলোচনা, প্রতিবেদন, প্রস্তাবনা, মতামত প্রকাশ, আনন্দময় মিলন-সভা ও প্রীতিভোজ।

৩৮) বন্ধু যিশু সংঘটি উৎপত্তি হয়েছে তীর্থযাত্রায় লব্ধ আধ্যাত্মিকতার অভিজ্ঞতা থেকে। কাজেই দেশের মধ্যে বছরে অন্তত: একবার তীর্থযাত্রা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা করবে। দেশের বাইরে বিশেষ বিবেচনায় তীর্থযাত্রা আয়োজনে সদস্যরা উদ্যোগী হয়ে নিজেরা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারবেন। সেখানে বন্ধু যিশু সংঘ সম্ভাব্য সহায়তা দান করতে পারে।

৩৯) বন্ধু যিশু সংঘের প্রত্যেক সদস্যই মঙ্গলসমাচারের প্রচারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত; সংঘের বিষয়ে অন্যদেরকে অবগত করা ও তাদেরকে আহ্বান করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব।

৪০) সংশ্লিষ্ট ধর্মপালের অনুমোদনে অন্য ডাইয়োসিসেও নতুন এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

॥ ৯ ॥ "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর সদস্যদের নিয়মিত করণীয়

৪১) সদস্যরা প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে যিশুর সাথে শিষ্যত্ব গভীর করবে, পরস্পরের সাথে এবং অপরের সাথে যোগাযোগ, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করবে।

৪২) প্রত্যেক সদস্য হয় একা, বা পরিবারে সাথে বা অন্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে ২০-৩০ মিনিট বাইবেল পাঠসহ ধ্যান ও প্রার্থনা করবে। এই প্রার্থনার সময়ে পোপ মহোদয় অথবা স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া উদ্দেশ্যের জন্য এবং সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিদের কল্যানের জন্য প্রার্থনা করবে এবং সংঘের নির্ধারিত প্রার্থনাটি নিয়মিত করবে।

৪৩) সাধ্যমতো মণ্ডলীর দৈহিক ও আত্মিক দয়ার কাজে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করবে।

৪৪) "বন্ধু যীশু সংঘ"-এর প্রতিপালক হবেন সাধু পল। সাধু পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস জাগরণ পর্বটি (২৫ জানুয়ারি), সংঘের পর্বদিবস হিসেবে পালিত হবে। উক্ত দিনে নতুন সদস্যগণ সংঘের সদস্যপদ লাভ করবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা বা এ.জি.এম অনুষ্ঠিত হবে।

৪৫) সদস্যগণ প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার রবিবাসরীয়/পর্বীয় খ্রিষ্টযাগে যোগদান করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

৪৬) নির্ধারিত বার্ষিক সদস্য-ফিস প্রদান করা এবং প্রতিটি কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত খরচ বহন করা।

॥ ১০ ॥ "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর কর্তৃপক্ষের সেবাদায়িত্ব

৪৭) "বন্ধু যিশু সংঘ"-টি একটি ধর্মসংঘ। সুতরাং সংঘের কর্তৃপক্ষ সেবার মনোভাব নিয়ে সংঘের আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারা অনুসরণ করে সংঘকে সেবাদান করবেন।

৪৮) ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে যেহেতু "বন্ধু যিশু সংঘ"-টি প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু এর প্রধান কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল। পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ করে, উপযুক্ত সময়ে ধর্মপাল কর্তৃক সংঘটি মাণ্ডলিক অনুমোদন লাভ করতে পারে। সংঘটির উন্নয়নের জন্য তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাঁর বিবেচনায় সংঘটি নিজস্ব আদর্শ থেকে চ্যুত হলে সংঘের অনুমোদন তিনি বাতিলও করতে পারবেন।

৪৯) সংঘের বার্ষিকী দিবসে ঢাকার আর্চবিশপ অথবা তার মনোনীতি প্রতিনিধি খ্রিস্টযাগে ও নতুন সদস্যদের প্রবেশ-অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন। বন্ধু যিশু-সংঘের সাথে সংশ্লিষ্ট পালকদেরও উক্ত দিবসে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৫০) "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর সদস্যপদ অন্য ধর্মপ্রদেশের ভক্তজনগণের জন্যও উন্মুক্ত। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারী তার সংশ্লিষ্ট পাল-পুরোহিত/ ধর্মপালের সমর্থন গ্রহণ করবেন।

৫১) ধর্মপাল কর্তৃক অনুমোদিত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং/ অথবা মনোনীত আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা/সহকারী-উপদেষ্টা দ্বারা সংঘটি পরিচালিত হবে এবং সাধারণসভা ও কাউন্সিল/ অ্যানিমেটরগণের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

॥ ১১ ॥ বন্ধু যিশু সংঘের কাউন্সিলর ও তাদের দায়িত্ব

৫২) বন্ধু যিশু সংঘের কাউন্সিলরগণের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সংঘের সংবিধান ও নীতিমালা অনুসরণ করে সংঘকে পরিচালনা দেওয়ার জন্য সংঘ-প্রধানকে সার্বিক সহায়তা দান করবেন।

৫৩) বন্ধু যিশু সংঘে কার্যরত কাউন্সিলরদের সাথে আলোচনা করার পর, সংঘ-প্রধান তিন বছরের জন্য সংঘকে সেবাদানে উদ্যোগী ও উৎসাহী ব্যক্তিদের কাউন্সিলর হিসেবে মনোনয়ন দান করবেন। কোন কাউন্সিলর ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে পূর্বেই সংঘ-প্রধানের সঙ্গে আলাপ করবেন এবং সংঘ-প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৫৪) কাউন্সিলর সদস্যদের মধ্য থেকে তিন বছরের মেয়াদ শেষে এক তৃতীয়াংশ সদস্য সেচ্ছায় অন্ততঃ এক বছরের জন্য বিরতি গ্রহণ করবেন এবং এক তৃতীয়াংশ নতুন সদস্য প্রতি বছর মনোনীত হবেন। এক বছর বিরতির পরে পুনরায় তিনি নতুন কাউন্সিলর হিসেবে পরবর্তী তিন বছরের জন্য মনোনীত হতে পারবেন।

৫৫) কাউন্সিলরগণ সংঘের কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করার পর নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে নেবেন। তবে কাউন্সিলরদের পরামর্শ বিবেচনা করে সংঘ-প্রধান প্রথম কাউন্সিলরকে মনোনয়ন দান করবেন। প্রথম কাউন্সিলর সংঘ-প্রধান ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার পরামর্শে সংঘের মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রথম কাউন্সিলর সংঘ-প্রধান/আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং কাউন্সিলরদের সাথে এক হয়ে সংঘের সামগ্রিক ব্যববস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবেন।

৫৬) কাউন্সিলদের পরামর্শক্রমে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোয়ন দেওয়া হবে এবং তার কার্যকাল কাউন্সিলদের কর্তৃক কার্যানির্বাহীদের সভায় নির্ধারণ করা হবে।

৫৭) "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯-১২ জন সদস্যবিশিষ্ট পুরুষ ও নারী সদস্যসহ একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল গঠিত হবে। সংঘ-প্রধান, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং সহকারী আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা দায়িত্ব বলে কাউন্সিলের নিয়মিত সদস্য থাকবেন। সন্ন্যাসব্রতীদের মধ্য থেকে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনান্তে সর্বমোট তিনজন সিস্টার+ব্রাদার নিযুক্ত হতে পারবেন।

৫৮) কার্যনির্বাহী কাউন্সিলারদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংঘ-প্রতিষ্ঠাতা একজনকে তিন বছরের জন্য প্রথম কাউন্সিলরকে মডারেটর হিসেবে মনোনয়ন দান করবেন। সাধারণত দুই বারের অধিক মেয়াদের জন্য তিনি মনোনীত হতে পারবেন না।

৫৯) সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার অনুমোদনে সংঘের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদিত হবে।

॥ ১২ ॥ "এলাকা অ্যানিমেটর" সম্পর্কিত নীতিমালা

৬০) বন্ধু যিশু সংঘের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, যোগাযোগের সুবিধা, দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ, অধিকতর অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের বিকাশ ও সম্প্রসারণ, প্রভৃতির কারণে নির্ধারিত এলাকায় একজন অ্যানিমেটর মনোনয়ন করা হবে।

৬১) নিয়মিত সভায় সংঘের কাউন্সিল এলাকা নির্ধারণ করবে এবং প্রতিটি এলাকার জন্য একজন অ্যানিমেটর নিযুক্ত করা হবে।

ব্যক্তির সম্মতিতে কাউন্সিল তিন বছরের জন্য অ্যানিমেটর মনোয়ন করা যেতে পারে।

৬২) **অ্যানিমেটরদের দায়িত্বসমূহ হচ্ছেঃ**

(ক) এলাকার সদস্যদের নাম সংগ্রহীত রাখা, তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে রাখা এবং কে কোন প্রোগ্রামে যোগ দিচ্ছে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা এবং সেই তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা।

(খ) বন্ধু যিশু সংঘের শর্তসাপেক্ষে নতুন সদস্যদের নাম কাউন্সিলের নিকট সুপারিশসহ প্রস্তাব করা।

(গ) সংঘ, সদস্য ও কাউন্সিলের সাথে প্রয়োজনীয় সর্ববিষয়ে সকল যোগাযোগ রক্ষা করা, সংবাদ সরবরাহ করা;

(ঘ) নির্ধারিত প্রোগ্রাম সম্পর্কে সদস্যদের অবগত করা, সদস্যদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জানা এবং তাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং নির্দেশনা দান করা।

(ঙ) রেজিষ্ট্রেশন বাবদ নির্ধারিত সকল ধরনের ফিস সংগ্রহ করা এবং কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দেওয়া। টাকা লেনদেনের তথ্য খাতায় স্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করে রাখা।

(চ) কাউন্সিল ও এলাকা প্রতিনিধিদের নিয়ে বছরে অন্তত একবার যৌথ সভায় মিলিত হওয়া। সারা বছরের কর্মসূচি ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তুতির জন্য এই সভা ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করবে।

(ছ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকার সদস্যদের নিয়ে প্রার্থনা ও আলোচনা-সভা আয়োজন করা।

৬৩) **আর্থিক ব্যবস্থাপনা**

(ক) আর্থিক ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে তা সাধারণ কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করে সংঘের কার্যনির্বাহী কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(খ) নীতিগত ভাবে বন্ধু যিশু সংঘের জন্য আর্থিক বিষয়ে আপাততঃ কোন প্রকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। সংঘের প্রতিটি কর্মসূচি সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে বা বিশেষ অনুদানে ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) তবে সাংগঠনিক ও অফিস খরচাদি বহন করার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে বিধায় প্রত্যেক সদস্য বার্ষিক ফিস হিসাবে কাউন্সিল কর্তৃক নিধারিত পরিমাণ সংঘকে প্রদান করবে। বর্তমানে (২০২৩ খ্রি.) মাথাপিছু বছরে ৩০০ টাকা ধার্য করা হল। শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয়ভাবে কোথায় সেই টাকা জমা থাকবে, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিবেদন দেওয়ার দায়িত্ব কার ওপরে ন্যস্ত থাকবে তা প্রয়োজনে কাউন্সিল নির্ধারণ করবে।

॥ ১৩ ॥ অন্যান্য বিষয়সমূহ

৬৪) "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর প্রস্তাবে এবং ঢাকা মহধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের অনুমোদনে এই সংবিধান সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা যাবে।

৬৫) প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কাউন্সিল সংবিধানে অন্য নীতিমালা গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। তবে পরবর্তী সাধারণ কাউন্সিলে অনুমোদন করে নিতে হবে।

৬৬) "বন্ধু যিশু সংঘ"-এর স্থায়ী ঠিকানা হবে ঢাকা ধর্মপ্রদেশীয় সেন্টার (রমনা/তেজগাঁও)।

পরিশিষ্ট

(১) বন্ধু যিশু সংঘে প্রবেশ-অনুষ্ঠানে অঙ্গীকার প্রার্থনা

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, আমেন।

হে প্রভু বন্ধু-যীশু,
তুমি ভালবেসে তোমার "বন্ধু" বলে আমাকে আহ্বান করেছো;
আমাকে মনোনীত ক'রে নিযুক্ত করেছো যেন তোমার কাজে আমি এগিয়ে যাই।

দীক্ষাস্নানে পবিত্র আত্মার দ্বারা তুমি আমাকে অভিষিক্ত করেছো
আমাকে তুমি প্রেরণ করেছো যেন তোমার মঙ্গলবাণী মানুষের কাছে ঘোষণা করি।

তোমাতে দীক্ষিত ও প্রেরিত হয়ে,
পবিত্রীকরণের দ্বারা আমাদের যাজকীয় দায়িত্ব,
শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের দ্বারা আমাদের প্রাবক্তিক দায়িত্ব,
ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের রাজকীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য
তুমি তোমার আত্মার দ্বারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছো।
তোমার এই আহ্বানের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

হে প্রভু বন্ধু যীশু,
তুমি আমাদেরকে সম্মিলিত ভাবে আহ্বান ক'রে বলেছো ঃ "তোমরা আমার বন্ধু";
"বন্ধুযীশু সংঘ" হিসাবে আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে বাসনা করি।
দ্রাক্ষালতা রূপে তোমার সাথে এবং
শাখা-প্রশাখা রূপে মণ্ডলী ও সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিদের সাথে
বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে
মণ্ডলীতে একসঙ্গে পথচলার এবং

অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের মিশন সম্পন্ন করার ইচ্ছা পোষণ করি।
আমি (নাম)...

ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সামনে
"বন্ধু যীশু সংঘ"-এর সংবিধান অনুযায়ী,
খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণের মর্যাদা অনুসারে,
আমি আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্কময় জীবনে
পেশাগত, ধর্মীয় ও মাণ্ডলিক জীবন-অবস্থা ও সেবাকাজে
খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও মূলবোধ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকব – এই অঙ্গীকার করি।

হে প্রভু, বন্ধু যীশু,
তোমার বন্ধুত্বে বেড়ে উঠতে তোমার আদেশের প্রতি আমার অনুরাগ বাড়াও;
তোমার আত্মার দ্বারা আমাকে পরিচালিত কর,
মা মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,
বন্ধু যীশু সংঘের প্রতিপালক সাধু পল আমাদের সহায় থাকো।
আমেন।

(২) "বন্ধু-যীশু সংঘ"-এর প্রার্থনা

হে প্রভু বন্ধু-যীশু,
আমি তোমার প্রশংসা করি, তোমার গৌরব করি।
তুমি আমাকে তোমার বন্ধু ক'রে মনোনীত করেছো;
তোমার এই অনুগ্রহের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তুমি তোমার আত্মার দ্বারা আমাদেরকে অভিষিক্ত করেছো
দীক্ষিত ক'রে তুমি আমাকে প্রেরণ করেছো।
তোমার যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় জীবনের অংশীদার করেছো।
তুমি আমাকে দিয়েছো ঐশসন্তানের মর্যাদা।

তাই তোমার প্রতি আমার অন্তর কৃতজ্ঞ।
তোমার মহান ডাকে সাড়া দিতে
তুমি আমাকে বন্ধু-সংঘে রেখেছো।
আমার প্রতি তোমার এই মহান দানের জন্য কৃতজ্ঞ।

অনুনয় করি বন্ধু যীশু,
আমি যেনো তোমার বন্ধুত্বে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারি;
তোমার ভালবাসায় যুক্ত থাকতে পারি;
পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি;
তোমার আঙুর ক্ষেতের যোগ্যকর্মী হয়ে উঠতে পারি।

আমার মাঝে সফল করো তোমার মনোনয়ন;
স্থায়ী করো তোমার কাজের ফসল।

তুমি আমার বন্ধু যীশু, যুগে যুগে তোমার জয় হোক। আমেন ।

(৩) বন্ধু-যীশু সংঘ-এর সঙ্গীত

তুমি আমার বন্ধু যীশু, তুমি মম সাথী
অন্ধকারে তুমি যে মোর, পথ দেখানো বাতি।
তুমি মম সাথী ॥

তুমি আমার পালক প্রভু, ভুলে আমায় যাওনা কভু
চোখে চোখে রাখ মোরে, তুমি দিবস রাতি।
তুমি মম সাথী ॥
তুমি সাথে আছ প্রভু, করি না আর ভয়
আসুক যত কঠিন বাধা, হবে আমার জয়॥

ওগো পাপীর পরিত্রাতা, তুমি আমার মুক্তিদাতা
তোমায় পেয়ে দুঃখের মাঝে, আনন্দে তাই মাতি।
তুমি মম সাথী ॥

(৪) বন্ধু যীশু সংঘ ঃ প্রবেশ-অনুষ্ঠান ঃ খ্রিষ্টযাগ ও অনুষ্ঠান-রীতি

স্মারণিক খ্রিষ্টযাগ: প্রেরিতদূত পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস জাগরণ (২৫ জানুয়ারি)

প্রধান পুরোহিত: আর্চবিশপ/বিশপ

ভূমিকা ঃ

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান

প্রবেশিকা-গীতি: "কার ওপর আমি বিশ্বাস রেখেছি, তা আমি জানি"।

প্রবেশ-সঙ্গীত:

সম্বোধন ও আহ্বান: প্রধান পুরোহিত

পাপস্বীকার প্রার্থনা:

দয়াভিক্ষা গান:

জয়পরমেশ্বর গান:

উদ্বোধন প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর, তোমারই অনুপ্রেরণায় প্রেরিতদূত সাধু পল
তোমার পুত্র যীশুর সাক্ষাত-দর্শনে ধর্মবিশ্বাসের জাগরণ উপলব্ধি করেছিলেন;
আজ তাঁর খ্রিষ্টপথ-গ্রহণের কথা স্মরণ ক'রে
আমরা, বন্ধু যীশু সংঘের সদস্যরা, তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাই ঃ

প্রেরিতদূত পলের আদর্শ অনুকরণ ক'রে আমরা যেন যীশুর সন্ধান পাই,
প্রভু যীশুকে যেন আপন বন্ধু ক'রে নিতে পারি,
দীক্ষিত জীবনে আরও জাগ্রত হতে পারি এবং
পলের মতো প্রেরিত হয়ে খ্রিষ্টের মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পারি।
এই প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মার সংযোগে, তোমার সঙ্গে,
জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর-রূপে যিনি যুগে যুগে বিরাজমান,
তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের নামে। আমেন।

ঐশবাণী ঘোষণা অনুষ্ঠান

প্রথম শাস্ত্রপাঠ ঃ শিষ্যচরিত ৯ : ১-১৯: পলের প্রতি খ্রিষ্টের আহ্বান

ধ্যান-গীতি ঃ ধুয়োঃ "জগৎ জুড়ে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" (সামসঙ্গীত ১১৭: ১-২)

বাণী-বন্দনাঃ "জয় জয় প্রভুর জয়! শিষ্যরূপে তোমাদের বেছে নিয়েছি আমি! আমি তো চেয়েছি ঃ এমনই কাজ কর তোমরা সবাই, যার ফল হবে চিরস্থায়ী! জয় জয় প্রভুর জয়!"

মঙ্গলসমাচার পাঠঃ যোহন ১৫ : ৯-১৭: "তোমরা আমার বন্ধু"

উপদেশঃ প্রধান পুরোহিত

বন্ধু যীশু সংঘে প্রবেশ-রীতি

(প্রার্থীদের নাম ডাকার সাথে সাথে আপন আপন আসনে দাঁড়াবেন এবং উপস্থিতির চিহ্ন স্বরূপ মোমবাতি জ্বালিয়ে নেবেন এবং অন্যেরা বসে থাকবেন)

প্রার্থীদের উপস্থাপন ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

বন্ধু যীশু সংঘে প্রবেশের অঙ্গীকার প্রার্থনা

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, আমেন।

হে প্রভু বন্ধু-যীশু,
তুমি ভালবেসে তোমার "বন্ধু" বলে আমাকে আহ্বান করেছো;
আমাকে মনোনীত ক'রে নিযুক্ত করেছো যেন তোমার কাজে আমি এগিয়ে যাই।

দীক্ষাস্নানে পবিত্র আত্মার দ্বারা তুমি আমাকে অভিষিক্ত করেছো আমাকে তুমি প্রেরণ করেছো যেন তোমার মঙ্গলবাণী মানুষের কাছে ঘোষণা করি।

তোমাতে দীক্ষিত ও প্রেরিত হয়ে,
পবিত্রীকরণের দ্বারা আমাদের যাজকীয় দায়িত্ব,
শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের দ্বারা আমাদের প্রাবক্তিক দায়িত্ব,
ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের রাজকীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য
তুমি তোমার আত্মার দ্বারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছো।
তোমার এই আহ্বানের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

হে প্রভু বন্ধু যীশু,
তুমি আমাদেরকে সম্মিলিত ভাবে আহ্বান ক'রে বলেছো ঃ "তোমরা আমার বন্ধু";
"বন্ধুযীশু সংঘ" হিসাবে আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে বাসনা করি।
দ্রাক্ষালতা রূপে তোমার সাথে এবং
শাখা-প্রশাখা রূপে মণ্ডলী ও সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিদের সাথে

বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে
মণ্ডলীতে একসঙ্গে পথচলার এবং
অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের মিশন সম্পন্ন করার ইচ্ছা পোষণ করি।

আমি
(নাম)..

ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সামনে
"বন্ধু যীশু সংঘ"-এর সংবিধান অনুযায়ী,
খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণের মর্যাদা অনুসারে,
আমি আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্কময় জীবনে
পেশাগত, ধর্মীয় ও মাণ্ডলিক জীবন-অবস্থা ও সেবাকাজে
খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও মূলবোধ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকব – এই অঙ্গীকার করি।

হে প্রভু, বন্ধু যীশু,
তোমার বন্ধুত্বে বেড়ে উঠতে তোমার আদেশের প্রতি আমার অনুরাগ বাড়াও;
তোমার আত্মার দ্বারা আমাকে পরিচালিত কর,
মা মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,
বন্ধু যীশু সংঘের প্রতিপালক সাধু পল আমাদের সহায় থাকো।
আমেন।

বন্ধুযীশু সংঘের প্রতীক-চিহ্ন আশীর্বাদ (প্রধান পুরোহিত)

সদস্যদের নিকট সংঘের প্রতীক-চিহ্ন প্রদান (বিশপ হাতে দেবেন এবং সদস্যরা নিজেরা পরে নেবেন)

সার্বজনীন প্রার্থনা ঃ

যজ্ঞ-অনুষ্ঠান

অর্ঘ্য আনয়ন

অর্ঘ্য শোভাযাত্রার গান ঃ

অর্পণ প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর, পরম পবিত্র আত্মা,
প্রেরিতদূত পলের অন্তর অনন্য বিশ্বাসের আলোকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন,
যাতে তিনি সবার কাছে তোমার মহিমার দ্বীপ্তি বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারেন।
আশীর্বাদ কর ঃ এই দিব্য যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন ক'রে আমরা যেন তাঁরই মতো ঐকান্তিক বিশ্বাসের আলোকে উদ্দীপিত হতে পারি।
এই প্রার্থনা করি, আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের নামে। আমেন।

ধন্যবাদিকা স্তুতি

হে পরম পিতা, সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর,
সর্বকালে ও সর্বস্থানে, তোমার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা
সত্যই উচিত, সত্যই কল্যাণকর।

বিশেষভাবে আজ আমরা যখন প্রসিদ্ধ প্রেরিতদূতদের গুণকীর্তন করি,
তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে তোমারই মহিমা বন্দনা করে থাকি।

তুমি সেই পরম, সেই শাশ্বত মেষপালক।
তুমি কখনো তোমার পালের মেষগুলিকে পরিত্যাগ কর না,
বরং তোমার প্রেরিতদূতদের তত্ত্বাবধানে রেখে
তুমি তাদের প্রতিনিয়ত রক্ষা কর।

যাঁদের তুমি একদিন তোমার পুত্রের প্রতিনিধি ক'রে
তোমার ভক্তদের প্রতিপালন করার দায়িত্ব দিয়েছিলে,
আজও তাঁরা স্বর্গলোক থেকে আমাদের পরিচালনা করে থাকেন।

তাই, আমরা স্বর্গদূত ও মহাদূতগণের সঙ্গে, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিসমূহের সঙ্গে,
সমস্ত স্বর্গবাহিনীর সঙ্গে অবিরত তোমার মহিমা কীর্তন করি --

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্যঃ

খ্রিষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা

স্মরণ গীতি ঃ

মহা-স্তুতি ঃ

প্রসাদিকা-গীতি ঃ

সমাপনী অনুষ্ঠান

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভূ পরমেশ্বর, প্রেরিতদূত পল তোমার প্রেমাগ্নিতে এমন ভাবে উদ্দীপিত হয়েছিলেন যে,
তিনি শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বদাই চিন্তা করতেন
কেমন ভাবে বিভিন্ন ভক্তমণ্ডলীর কল্যাণ-সাধন করা যায়।
আমরা বন্ধু যীশু সংঘের ভক্তসদস্যর তোমাকে অনুনয় করি ঃ
এই খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ফলে
আমাদের অন্তরেও যেন জ্বলে ওঠে সেই একই বন্ধুত্বের বহ্নিশিখা
যাতে আমরা আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও পেশা জীবনে,
সামাজিক ও মাণ্ডলিক সম্পর্ক ও সেবাকাজে
বন্ধু যীশুর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারি।
এই প্রার্থনা করি, আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের নামে। আমেন ।

মহা-আশীর্বাণী

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর,
যিনি প্রেরিতদূত পলের মধ্যে যে খ্রিষ্টবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন,
তিনি তোমাদের অন্তরে বিশ্বাসের ভিত্তি শক্ত করে রাখুন,
পরমেশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন – আমেন।

যিনি প্রেরিতদূত পলকে খ্রিষ্টের মঙ্গলবাণী শোনাতে প্রেরণ করেছেন,
তিনি তোমাদের পলের আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে
খ্রিষ্টের চরণে সকল মানুষকে মিলিত করুন,
পরমেশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন – আমেন।

শহীদ-মৃত্যু বরণ ক'রে পল যে শাশ্বত আনন্দ লাভ করেছেন,
তোমরাও যেন তাঁর শিক্ষাদর্শ অনুকরণ ক'রে
সেই শাশ্বত আনন্দে আনন্দিত হতে পার।
পরমেশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন – আমেন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর + পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা
তোমাদের আশীর্বাদ করুন। আমেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অন্যান্য ঘোষণা

সমাপন–গীতি ঃ

(৫) "বন্ধু যিশু-সংঘ" সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনপত্র

(ফটো) (ফটো)

আবেদনকারী দম্পতির নাম (সঠিক বন্ধনীর মধ্যে নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে টিক মার্ক দিন)

স্বামীর নাম: ....
পূর্ণ সদস্য (......) সহযোগী সদস্য (......)

মোবাইল নম্বর: ....

স্ত্রীর নাম: ....
পূর্ণ সদস্য (......) সহযোগী সদস্য (......)

মোবাইল নম্বর: ....

ইমেইল আইডি: ....

প্রাক্তন স্থায়ী ধর্মপল্লীর নাম: ....

বর্তমান ধর্মপল্লী ও বসবাসের এলাকা: ....

একক ব্যক্তির আবেদন পত্র : (সঠিক বন্ধনীর মধ্যে নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে টিক মার্ক দিন)

আবেদকারীর নাম (নারী/পুরুষ): .... পূর্ণ সদস্য (......) সহযোগী সদস্য (......)

মোবাইল ফোন ....

ইমেইল আইডি: ....

প্রাক্তন স্থায়ী ধর্মপল্লীর নাম: ....

বর্তমান ধর্মপল্লী ও বসবাসের এলাকা: ....

অবিবাহিত ছেলে/মেয়ে সন্তানদের সংখ্যা: ....

______________________________	________________________
এলাকা-অ্যানিমেটরের নাম	আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:	তারিখ:

বন্ধু যিশু সংঘের কর্তৃপক্ষের মন্তব্য ও অনুমোদন

তারিখ:

রচনায়: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.,
অবসরপ্রাপ্ত ঢাকার আর্চবিশপ
বন্ধু যিশু সংঘের সংঘ-প্রধান

সাধু পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস জাগরণ পর্ব, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬
আর্চবিশপ হাউজ, রমনা, ঢাকা।
প্রথম সংস্করণ: ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.
প্রথম মুদ্রণ: ১ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রি.
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ৬ মে, ২০২৬ খ্রি.

"বন্ধু যিশু সংঘ"-এর প্রার্থনা

হে প্রভু বন্ধু যিশু,
আমি তোমার প্রশংসা করি, তোমার গৌরব করি।
তুমি আমাকে তোমার বন্ধু ক'রে মনোনীত করেছো;
তোমার এই অনুগ্রহের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তুমি তোমার আত্মার দ্বারা আমাদেরকে অভিষিক্ত করেছো
দীক্ষিত ক'রে তুমি আমাকে প্রেরণ করেছো।
তোমার যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় জীবনের অংশীদার করেছো।
তুমি আমাকে দিয়েছো ঐশসন্তানের মর্যাদা।
তাই তোমার প্রতি আমার অন্তর কৃতজ্ঞ।

তোমার মহান ডাকে সাড়া দিতে
তুমি আমাকে বন্ধু-সংঘে রেখেছো।
আমার প্রতি তোমার এই মহান দানের জন্য কৃতজ্ঞ।

অনুনয় করি বন্ধু যিশু,
আমি যেনো তোমার বন্ধুত্বে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারি;
তোমার ভালবাসায় যুক্ত থাকতে পারি;
পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি;
তোমার আঙ্গুর ক্ষেতের যোগ্যকর্মী হয়ে উঠতে পারি।

আমার মাঝে সফল করো তোমার মনোনয়ন;
স্থায়ী করো তোমার কাজের ফসল।

তুমি আমার বন্ধু যিশু, যুগে যুগে তোমার জয় হোক। আমেন

তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি মম সাথী........(গান)

অনুমোদনেঃ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি।
সাধু পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস জাগরণ পর্ব, ২৫ জানুয়ারি, ২০২১